জালান প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

শ্যামলাল জালান প্রযোজিত

জালান প্রোডাকসন্সের

দীপ নেভে নাই

কাহিনী. সংলাপ. চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **কনক মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

প্রধান সহকারী পরিচালক : পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী। সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জি। আলোক চিত্রশিল্পী : মনীশ দাশগুপ্ত। গীতিকার : প্রণব রায়। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। শব্দযন্ত্রী : সৌমেন চ্যাটার্জি, অনিল দাশগুপ্ত। শিল্প নির্দেশনা : সুনীল সরকার। রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, দেবীদাস হালদার। প্রচার পরিচালনা : সুকুমার ঘোষ। কর্মসচিব : দিলীপ নন্দী। আবহ-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্টা। পরিচয় লিখন : রতন বরাট। আলোক নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য। পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল, বলরাম চ্যাটার্জি। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। কেশ-সজ্জা : শেখ্ ফরহাদ ও পিয়ার আলি। সাজসজ্জা : দি নিউ স্টুডিও সাপ্লায়ার।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : দিলীপ নন্দী, নির্মলেন্দু ভদ্র, নবব্রত মুখার্জি, মলয় মিত্র, চিত্রশিল্পী : পিণ্টু দাশগুপ্ত, গৌর কর্মকার, বীরেন ভট্টাচার্য্য, কালী ব্যানার্জি। সম্পাদনা : শক্তিপদ রায়, জয়দেব দাস। শিল্পনির্দেশনা : রবি দত্ত। সঙ্গীত ও শব্দ পুনঃযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জি। ব্যবস্থাপনা : বিশু রায়, যোগেশ বসাক। আলোক নিয়ন্ত্রণে : ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ বোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস, রামবিলাশ।

টেক্নিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ক্যালকাটা সিল্ক মিল। সাদার্ন নার্সারির কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের কর্ম্মীবৃন্দ।

নেপথ্য কণ্ঠে

হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জি।

জালান ডিষ্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত

কাহিনী

১৯২৬ সালের কোলকাতা। আবর্জনাময় অভাবভরা শ্রমিক বস্তির এক ভাঙা ঘরে দিদি ছায়া আর জামাই বাবু বিমলের আশ্রয়ে বাস করে অমরনাথ। কাপড়ের কলে বিমল আর অমরনাথ দিনরাত মেহনত করে সংসার চালায়। ক্ষয়রোগের কবলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে ছায়া দিনের পর দিন। অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটি চাইতে যায় বিমল মিল-ম্যানেজারের কাছে। স্বার্থান্বেষী মালিক ছুটি মঞ্জুর করে না। ফলে ভাঙা দেহ নিয়ে মিলের কাজে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় সে। এই অপমৃত্যুর খেসারতের দাবী জানাতে গিয়ে চাকরিতে জবাব পায় অমরনাথ। ক্ষুধাদানবের নির্মম নিষ্পেষণে কাতর ভাবে ছটফট করে অমরনাথের আদরের ভাগ্নে ভাগ্নী পিণ্টু আর মমতা। হতভাগ্য অমরনাথ নিশুতিরাতে পথে নামে রুটির সন্ধানে।

ক্লান্ত অমরনাথ এসে দাঁড়ায় একটি হোটেলের সন্মুখে। সামনে একটির পর একটি সাজানো অসংখ্য রুটি দেখে জ্বলে তার ক্ষুধার্ত্ত চোখ দু'টি। বন্ধ দরজার তালা ভেঙ্গে অমরনাথ অনধিকার প্রবেশ করে হোটেলে। ঘুম ভেঙ্গে যায় মালিকের। চোর এসে ক্যাশ লুটছে ভেবেই ছুরি নিয়ে ছুটে আসে। আত্মরক্ষা করতে চায় অমরনাথ কিন্তু আঘাত করে বসে। আহত হোটেলওয়ালার আর্ত্ত চিৎকারে নিশুতিরাতের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

... ...

কয়েদী জীবনে মানুষ অমরনাথ নাম হারিয়েছে। তার পরিচয় নশো-নিরানোব্বই।

দিনভোর কয়েদীদের পাথর ভাঙ্গার কঠোর ডিউটি। জেলের ডিসিপ্লিন-অফিসার পাথরগড়ার মানুষ সত্যব্রত গুপ্ত ওদের তদারক করেন। মনের বালাই তাঁর নেই। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই তার কর্ত্তব্য।

এদিকে একদিন ক্ষিদের জ্বালায় পিণ্টু আর মমতা বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ছায়া আর ওদের খুঁজে পায় না। জেলখানায় ছুটে যায় খবরটা জানাতে। অমরনাথ চঞ্চল হয়ে উঠে। অন্যায় শাসনের লৌহকারা ভেঙ্গে মনটা চায় পলাতক হতে। তারপর? .....

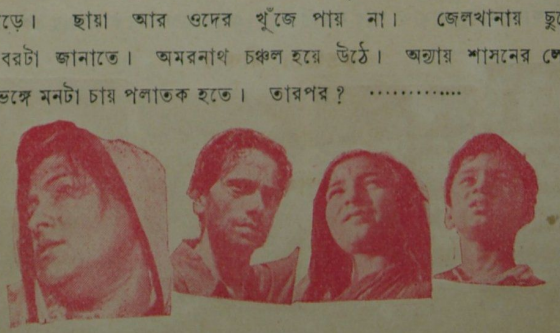

মধ্যরাত্রিতে সবাইকে সচকিত করে জেলে পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। — ৯র কয়েদী পালিয়েছে।

....

ক্লান্ত চরণে ক্ষুধার্ত্ত অমরনাথ সহরের উপকণ্ঠে এক মন্দিরের পাশে নির্জন পথে বসে পড়ে। ঐ মন্দিরের পূজারী জ্ঞানানন্দের আশ্রয় পায় সর্ব্বহারা অমরনাথ। একলা ঘরে সে রাধানাথের বিগ্রহের গা থেকে সকল গহনা খুলে নেয়। যাবার সময় বজ্ঞানানন্দের রাধানাথ! আমাকে যদি আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারো তাহলে পুতুল বলে আর অবিশ্বাস করবো না—পরমেশ্বর বলে প্রণাম করবো’। সকালা যখন প্রতিবেশীরা অমরনাথকে ধরে নিয়ে এলো তখন জ্ঞানানন্দ জানালেন যা অমরনাথ পেয়েছে তা সে নেয়নি, তিনি তাকে দিয়েছেন। আত্মহারা অমরনাথ নিজেখুঁজে পায়। এক হাতে রাধানাথের দেয়া পাথেয় অন্য হাতে জ্ঞানানন্দের দেয়া পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে আঁধার রাতে পথ চিনে এগিয়ে যায় অমরনাথ।

....

কালের চাকা ঘোরে। বেশ কয়েকটা বছর যায় ফুরিয়ে। পাহাড়ের বুকে জঙ্গ রিষ্কার করে কাঠের ব্যবসায়ী কৃষ্ণদাস গড়ে তুলেছেন রাধানগর।

ওদিকে জেলের ডিসিপ্লিন-অফিসার সত্যব্রত থানায় বদলি হয়েছে অযোগ্য প্রমাণিয়ে। সত্যব্রত এই ছোট থানাটির নিয়ে রাধানগরে এলো। বিদায়ী অফিসার সেন সাহেব নবাগতকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সর্বজনপ্রিয় জনসেবী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে। চমকে ওঠে সত্যব্রত কৃষ্ণদাসকে দেখে! কোথায় দেখেছে তাকে? বড় চেনা মনে হয়।

কৃষ্ণদাস কিন্তু সহজেই চিনেছে সত্যব্রতকে। কৃষ্ণদাস বোঝে রাধানগরে আর তাকা চলবে না। পালাতেই হবে! না, পিছু হেঁটে আর আঁধারে হারিয়ে ফেলবে না নিজেকে। প্রতীক্ষা করবে সেই লগ্নের যখন সত্যব্রত আসবে শৃঙ্খল নিয়ে।

যথারীতি মানুষের সেবায় প্রতিটি কর্ত্তব্য সে পালন করে চলে পরম যত্নে। কৃষ্ণদাসে শ্রিতা অনাথা বিধবা মিনতি ক্ষয়রোগে পরমায়ু প্রায় সবটুকু খুইয়ে মৃত্যুর দিন গোণে। তার শিশু কন্যা কল্যাণীকে নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কৃষ্ণদাসের মত দাদা পেয়েছে। আর কৃষ্ণদাস ঐ ছোট্ট মেয়েটার ভেতরেই খুঁজে পেতে চায় পিন্টু-মমতাকে।

ওদিকে কোন একটা ঘটনায় কৃষ্ণদাসের পরিচয় পায় সত্যব্রত। তার স্মৃতিকে খুঁজে পায় পলাতক কয়েদীর নম্বরটা।

সত্যব্রত ছুটে চলে কৃষ্ণদাসের খোঁজে। কৃষ্ণদাসকে পাওয়া যায় না তার বাড়ী। পাওয়া যায় একখানা চিঠি; জানতে পারে কৃষ্ণদাস গেছে মিনতিকে দেখতে। সত্যব্রত পৌছয় মিনতির ঘরে। মিনতির মৃতদেহ আগলে ডাক্তারবাবু বসে আছেন আর আ মনেই বলে চলেছেন—‘হেথা নয়’ ‘হেথা নয়’; অন্য কোথা,—অন্য কোন খানে’।

কোলকাতা সহরে অনেক ভীড়ে হারিয়ে থাকে কৃষ্ণদাস। কল্যাণীকে সে বড় করে ছে। কলেজে পড়ছে কল্যাণী। সহপাঠী অমিতের সঙ্গে তার মন দেওয়া নেওয়ার পর্ব চলেছে। ওরা দেশের আর সব ছেলেমেয়েদের সাথে গোপনে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছ। বিপ্লবীদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে ছদ্মবেশে সত্যব্রত সহরের পথের ধারে বসে থাকে। হঠাৎ একদিন পলাতক কৃষ্ণদাস শিকারীর নজরে পড়ে যায়। সত্যব্রত জাল পে কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তার করতে যায় কিন্তু নিজেই বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়ে। কৃষ্ণদাস তাকে নিয়ে আসে মৃত্যু উপহার দিতে। পিস্তলের শব্দে বিপ্লবীরা জয়ধ্বনি কভাবে সত্যব্রত মরেছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস তাকে মুক্তি দিয়েছে।

৪২এর বিপ্লব সুরু হয়েছে। মহাত্মাজীর ‘ভারত ছাড়’ বাণীর প্রতিধ্বনিতে জেগেছে নগণ। অমিত আর কল্যাণীর সন্ধানে মরিয়া হয়ে পথে নেমেছে কৃষ্ণদাস। সত্যব্রত পুলিশবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিদ্রোহ দমনে। পুলিশের গুলিতে অমিত আহত হয়েছে আহত অমিতের দেহটা কাঁধে নিয়ে বিপ্লবীদের তৈরী সুড়ঙ্গে নামে কৃষ্ণদাস। বহুদিন পরে শিকারকে মুখোমুখি পায় সত্যব্রত। এবার কৃষ্ণদাসকে বাঁচায় কে?......

গান

১

ও ভগবান রুটি দাও, মুখের পানে একটু চাও
উপবাসীর কান্না কি আজ
আকাশ থেকে শুনতে পাও ॥
খেতে যদি না দেবে ত
দিলে কেন পেটের জ্বালা
পথের কুকুর সেও খেতে পায়
শূন্য কেন মোদের থালা
একটা রুটির বদলে আজ নাও গো
লাখো সেলাম নাও ॥
দুটি বেলা খেতে পাব—
গরীব লোকের এইত আশা
খিদে আছে নেইক খাবার—
কেমন ধারা এ তামাশা
গরীব নিয়ে খেয়াল খুশির
খেলা তোমার আজ থামাও ॥
মালিক তুমি রাজা তুমি
লোকে তোমায় দাতা বলে
দাও না দুখান শুকনো রুটি
ভিজিয়ে নেব চোখের জলে
রুটি যদি না দেবে ত
দুনিয়া থেকে ছুটি দাও ॥

২

অনেক দোষে দোষী বলে
দিলে আমায় চরম সাজা
তোমার ভালোবাসার কয়েদখানায়
রাখলে ওগো রাজার রাজা।
জেনেছি মোর অপরাধে
বিচারপতি সেও যে কাঁদে
তুমি আপনি কেড়ে নিলে আমার
সকল অপরাধের বোঝা।
অহংকারে নেশায় মেতে
তোমায় আমি মানি না যে
কত আঘাত দিয়ে তোমায়
কাঁদিয়েছি হায় জানি না যে
আমার জীবন ক্ষমায় ভরে
শোধ নিলে কি এমনি করে
আমায় জিতিয়ে দিলে হার মেনে গো
বুঝেছি আজ এই তো সোজা।

৩

এই দুনিয়ার হাটে থাকে এক চোর
চোখ বেঁধে খুঁজি তারে এ জীবন ভোর ॥
ধরতে গেলেই তারে অমনি পালায়
কানামাছি হয়ে খুঁজি মজার খেলায় ॥
কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি
তাকে ছোঁ ॥
বড়ই চালাক চোর যেন যাদুকর
সিঁধ কাটে সোজাসুজি বুকের ভেতর ॥
নাম জানি ধাম জানি যমুনার পার
গোকুলে ঠিকানা তার তবু সে ফেরার ॥
কাণা হয়ে চোর ধরা সাজে নাতো ভাই
বুঝেছি যে আরো দুটো চোখ থাকা চাই ॥
খেলা কবে শেষ হবে দিন গোণে মন
চোর এসে খুলে দেবে চোখের বাঁধন ॥

৪

আধো আলো ছায়া কুহেলীর মায়া
ঘুম হারা চাঁদ, জাগে ঐ আকাশে
এই মায়ারাত যেন ফিরে ফিরে আসে ॥
দুটি হিয়া জাগে ভরা অনুরাগে
স্বপ্ন ভরা সুর শুনি বাতাসে ॥
ঐ রাত জাগা পাখী জোছনায়
আজ ফুলের বাসরে গান গায়
জানিনা রাঙা কার কামনা
রঙ দিল বনের পলাশে ॥
আজ রূপকথা সবই মনে হয়
এই আমার আমি যে আমি নয়
বুঝিগো মায়াবিনী এ নিশি
রূপ ধরে এলে মোর পাশে ॥

ভূমিকায়

সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, তরুণ কুমার

পাহাড়ী সান্যাল, ভানু ব্যানার্জি, গুরুদাস ব্যানার্জি, জহর রায়, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, নৃপতি চ্যাটার্জি, বিমান ব্যানার্জি, বীরেন চ্যাটার্জি, দীপ্তি রায়, লিলি চক্রবর্ত্তী, রেণুকা রায়, বাসবী নন্দী, কল্যাণী ঘোষ, বনানী চৌধুরী, গীতা দে, আরতি দাস, পিঙ্কি, মাঃ সৌমিত্র, মনি শ্রীমানি, অশোক মুখার্জি, বুবু গাঙ্গুলী, বিশু চ্যাটার্জি, নবব্রত মুখার্জি, মলিন মুখার্জি, বিশু রায়, সতু মজুমদার, অনিল গুহ, সুনিলেশ ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, মাখন রায় চৌধুরী, শৈলেন ঘোষ, কিশোরী পাইন, হিমাংশু মজুমদার, রঞ্জিত মুখার্জি, সর্বোত্তম চক্রবর্ত্তী, মণি মুখার্জি, শঙ্কর, বুলু।

ও

নবাগত দেবজিৎ

জালান প্রোডাকসন্স ১৮৩।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত